৫২

দৈনিক বাংলা

তারিখ ··2 0 MAR 1997 ··· ···
পৃষ্ঠা ··১·· কলাম ··১······

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা উদঘাটনে সারা দেশে গোয়েন্দা তৎপরতা

জাকারিয়া মিলন ॥ এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করার ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য সরকারী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সিআইডি পুলিশ তদন্ত কাজ শুরু করিয়াছে। গত মঙ্গলবার মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা তদন্তের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে সিআইডির এ্যাডিশন্যাল আইজিপি মাহমুদ আল ফরিদের এক রেডিও ম্যাসেজে সারাদেশে সিআইডি ইউনিটকে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। সিআইডি সিটি জোনেও ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা সংস্থার কয়েকটি বিশেষ দল প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঘটনা তদন্ত কাজ চালাইতেছে। ইতিমধ্যে সিআইডি পুলিশের সিটি জোনের এএসপি খালেকুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি দল টঙ্গী এলাকার ষ্টেশান রোডে বেতার ভবন নামক একটি ইলেক্ট্রনিক্স ও ফটোষ্ট্যাটের দোকানে তল্লাশী চালাইয়া ইংরাজী দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নের 'ক' ও 'খ' সেটের বহু কপি উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে সিআইডি পুলিশ দোকান মালিক জাহাঙ্গীর আলমসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করে। সিআইডি কর্মকর্তারা যশোর, বরিশাল, কুমিল্লাসহ বিভিন্ন স্থানে তল্লাশী চালাইয়া যাইতেছে বলিয়া জানা যায়। ইতিমধ্যে সরকারের পক্ষ হইতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে ধরাইয়া দিতে পারিলে আড়াই লক্ষ টাকা পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশও ঢাকার কয়েকটি কোচিং সেন্টারে তল্লাশী চালাইয়াছে। তবে কোন সূত্র উদঘাটন করিতে পারে নাই। বাজারে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় বহু ছাত্র ও অভিভাবক খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। সিআইডি পুলিশ প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ব্যাপারে জড়িত ছাত্রদের খুঁজিয়া (২য় পৃঃ দ্রঃ)

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা

(১ম পৃঃ পর)

বেড়াইতেছেন। একশ্রেণীর শিক্ষক ও ছাত্র প্রশ্নপত্র ফাঁস করিয়া মোটা অঙ্কের অর্থ কামাইয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। যাহারা ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রয় করিয়াছে তাহাদের প্রতারণা করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হইবে বলিয়া সূত্রটি উল্লেখ করে।

বরিশাল অফিস জানায়, বহুল আলোচিত ফাঁসকৃত অংক প্রশ্নপত্র যাচাইয়ের জন্য যশোর শিক্ষাবোর্ড ও মন্ত্রণালয়ে জেলা প্রশাসনের পক্ষ হইতে ফ্যাক্সযোগে পাঠানো হইয়াছে। প্রশাসনের এক কর্মকর্তা জনান, তাহাদের হাতে তথাকথিত প্রশ্নের দুই সেট ফটোষ্ট্যাট কপি পৌছার পর উহা সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো হয়। এদিকে ইংরেজী প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে দুইটি গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত শুরু করিয়াছে। তাহারা উজিরপুরের ওটরা ও বামুরাসহ শহরে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাইতেছে।

তদন্ত কমিটির নিকট তথ্য প্রদানের আহ্বান।

গতকাল এক সরকারী তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, ১৯৯৭ সালের এস এস সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস সম্পর্কিত অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করার জন্য সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস সম্পর্কিত বিষয়ে বা এর তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন হইবে এমন কোন তথ্য ও ঘটনা কাহারও জানা থাকিলে তাহা সরাসরি কমিটির আহ্বায়কের বরাবরে নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিত বা মৌখিকভাবে ২৯ মার্চের মধ্যে জানানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইয়াছে। তথ্য প্রদানকারীর নাম ও ঠিকানা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হইবে।

আহ্বায়কের ঠিকানা : প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, ভাইস চ্যান্সেলর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৬/এ, রোড নং-১১, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।